Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাদিরা ইসলাম

রোলঃ ২১৫০০৫৮৪

১০ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাদিরা ইসলাম

রোলঃ ২১৫০০৫৮৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাদিরা ইসলাম, আইডিঃ ২১৫০০৫৮৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Nadirca

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

নাদিরা ইসলাম

আইডিঃ ২১৫০০০৫৮৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সালাতের অর্থ ও পরিচয়	৫
সালাতের ফযীলত	৫
সালাত ছেড়ে দেয়ার পরিণাম	১৩
ফরয সালাত অস্বীকার বা অবজ্ঞা করার শাস্তি	১৪
কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে কাজের হিসাব নেয়া হবে	১৪
সালাত মুমিনের মিরাজ	১৫
যাদের সালাত কবুল হয় না	১৫
সন্তান সন্ততিদের নামাযের আদেশ দান	১৬
কোরআন ও হাদিসের আলোকে সালাতের বিধান ও গুরুত্ব	১৭
সালাতের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় উপকারিতা, ফলাফল ও ফযীলত	১৯
সালাতের সময়	২৬
নামাযের ফরযসমূহ (আহকাম ও আরকান)	৩৩
সালাতের ওয়াজিব এবং সংশ্লিষ্ট আহকাম	৩৫
সালাতের সুন্নাতসমূহ	৩৭
সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ	৩৮
সালাত মাকরহ হওয়ার কারণ সমূহ	৩৯
সালাতের শারীরিক উপকারিতা	৪৩

সালাতের অর্থ ও পরিচয়

সালাতের পরিচয়

সালাত' আরবি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ হলো, الصلاة أي الدعاء والرحمة والإستغفار দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরুদ পাঠ করা, রহমত, ইত্যাদি। وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتك سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ

সালাতের সংজ্ঞা

সালাতের পারিভাষিক অর্থ-

وفي الشرع أقوال وأفعال تفتيح بالتكبير وتختتم بالتسليم بشرائط

'কিছু পাঠ ও কিছু কাজ এর সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত; যা [রুকু-সিজদা সহকারে] নির্ধারিত শর্তাবলি সহিত আদায় করা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করত; সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। তাকে সালাত বলা হয়।"

কালেমায়ে শাহাদাতের পর ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় রুকন সালাত। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

সালাত ফরয হওয়া কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের ইজমা (বা ঐকমত্য) দ্বারা প্রমাণিত; এ জন্য কোন মুসলিম যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা কোন এক ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের (মুরতাদ) ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হিসাবে বিবেচিত।

সালাতের ফযীলত

الي م لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ (٣٦٣) عن هريرة قال قَالَ رَسُولُ الله على رَأَيْتُمْ لَـ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ حَمَّا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ قَالُوا لا يبقى مِنْ دَرَيهِ شَيْئ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بهِنَّ الْخَطَايَا - مُتَّفَقَ عَلَيْهِ، مشكوة ص ٥٧)

(৩৬৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা বলোত, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নহর (নদী) থাকে যাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোছল করে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা বাকি থাকবে কি? সাহাবারা উত্তরে বলেনঃ না, ময়লার কোন অংশই বাকি থাকবে না। তিনি বললেনঃ এরূপই উদাহরণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের। এর বিনিময়ে আল্লাহপাক (মুসুল্লির) অপরাধ সমূহ মুছে দেন। (মুত্তাফিকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৭) ব্যাখ্যাঃ ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে নামায রোযা ইত্যাদি নেক আমল দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়। কবীরা মাফের জন্য তওবা শর্ত। বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট তওবা (অনুশোচনা) করলে তা মাফ হতে পারে।

(٣٦٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تعالى مِنْ أَحْسَنِ وَضُورِهِنَّ وَصَلَاهُنَّ لِوَ قْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رَكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَبَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، مشكوة ص٥٨)

(৩৬৪) অর্থঃ হযরত উবাদ বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহপাক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছেন যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ উযূর সাথে তা আদায় করে এবং ওয়াক্ত মত পড়বে, নামাজে পূর্ণ খুশু এবং তার রুকুগুলিকে পূর্ণমাত্রায় আদায় করবে, তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি এরূপ (অর্থাৎ বর্ণিত পন্থায় নামাজ আদায়) করেনা। তার জন্য আল্লাহর নিকট কোনই অঙ্গীকার নেই, তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করতেও পারেন, চাইলে

তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। (আহমাদ আবু-ছাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮) ব্যাখ্যাঃ যথার্থভাবে পবিত্রতা অর্জন করে করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া আল্লাহপাকের ক্ষমা পাওয়ার সহজ উপায়। আর উত্তম পন্থায় নামায না পড়া ক্ষমা পাওয়ার আশা দূরাশা।

(٣٦٥) عن بريدة : وَبَيْنَهُمُ الصَّلوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. ارَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَانِي وَابْنُ مَاجَةً، مشكوة ص٥٨) الَّذِي بَيْنَنَا من بريدة قال قَالَ رَسُولُ الله الله العَهْدُ

(৩৬৫) অর্থঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের এবং তাদের (মুনাফেকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা হলো; নামায, সুতরাং যে নামায ত্যাগ করল সে নিশ্চিত কাফের হলো। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮) ব্যাখ্যাঃ হযরত উমর (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইমাম ইবনে মুবারক (রহঃ) প্রমুখ উলামাদের মাযহাব হলো বিনা ওজরে জেনে শুনে নামাজ তরককারী কাফের। কিন্তু জুমহুর উলামাদের নিকট সে কাফের হবে না সত্য তবে বড়ই ফাসেক ও গুনাহগার হবে। আর তারা হাদীসে উদ্বৃত ك فقدঅর্থাৎ সে নিশ্চিত কাফের হলো, এর বিভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা পেশ করেন। তারা বলেন। এখানে কাফের হওয়ার অর্থ হলো (১) সে নামাজ তরক করে কুফুরকেই যেন প্রকাশ করল। (২) এ ধরনের কাজ কাফেরেরই, (৩) কাফের হবে যদি নামাজকে অস্বীকার করে এবং তরক করাকে হালাল বা জায়েয মনে করে (৪) সে নেয়ামত অস্বীকারকারী (৫) এ কাজ তাকে ক্রমে ক্রমে শেষ পর্যন্ত কুফরীতে পৌছেদেবে। (৬) অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হুমকি দেয়া সতর্ক করা। (৭) অথবা এ কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كفر فعلى

মাত্র। اعتقادى كفرনয়। (ফাতহুল মারাম((عن أبي ذر أنَّ النبي على خرج زمن))৩৬৬ الشتاء والورق يتهافت

فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَالِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا در قُلْتُ لَبَّيْكَ بَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدُ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلوةَ يُرِيدُ بهَا وَجْهُ اللهِ فَتَهَافَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتَ هُذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - رواه أحمد، مشكوة ص٥٨

(৩৬৬) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শীতকালে বাহির হলেন আর তখন গাছের পাতা ঝরছিল। তিনি একটি গাছের দুটি ডাল ধরলেন। রাবী বলেনঃ আর সেই পাতা আরও বেশি ঝরতে লাগল। আবু যর বলেনঃ তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। হে আবু যর! আমি উত্তর করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি হাজির আছি। তিনি বলেনঃ নিশ্চয় মুসলমান বান্দা যখন নামাজ পড়ে, আর তার দ্বারা একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি চায়, তখন তার থেকে

তার গুনাহসমূহ ঐভাবে ঝরতে থাকে যেমন এই পাতাসমূহ গাছ থেকে ঝরে যাচ্ছে। (আহমাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮)

ব্যাখ্যাঃ শীত মৌসুমে গাছের পাতা এতো অধিক করে যে, গাছে একটি পাতাও অবশিষ্ট থাকেনা। ঠিক তেমনি ইখলাসের সাথে নামায পড়ারও প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কোন গুনাহ বাকী থাকেনা। কিন্তু ১টি কথা লক্ষ্যণীয়, আর তা হলো কুরআন-হাদীস গভীর বিশ্লেষণের পর উলামাগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছেন যে, নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের দ্বারা শুধু ছগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হবে না। এজন্য নামাজের সাথে সাথে তওবাও করা উচিত। যাতে নামাজের দ্বারা সমস্ত ছগীরা এবং তওবার দ্বারা কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

عَن بن عمرو بن العاص عنا النبي الله أنه ذكر (٣٦٧) عبد الله : الصَّلوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَن حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يوم القيامةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بِسُرْهَانًا وَلَا نجاة وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأبي بن خَلْفٍ .

(৩৬৭) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি নামাজের আলোচনা করলেন এবং বললেনঃ যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে তা তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর (আলো) দলীল এবং নাজাতের কারণ হবে। আর যে তার হেফাজত করবেনা তা তার জন্য নূর দলীল এবং নাজাতের কারণ হবে না। কেয়ামতের দিন সে কারুন ফেরআউন, হামান এবং উবাই বিন খলফের সাথে হাশর করবে। (আহমাদ দারিমী, মিশকাশ পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)

ব্যাখ্যাঃ নামাজের হেফাজত করার অর্থঃ নামাযের হেফাজত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব এবং সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সদাসর্বদা তা আদায় করা। কখনও তরক বা কাযা না করা।

"হামান" ফেরআউনের উজীর ও মন্ত্রনাদাতা, "উবাইবিন খালফ" ইসলামের এক বড় শত্রু। উহুদ যুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বহস্তে বর্শা নিক্ষেপ

করলে সেই আঘাতেই মক্কায় যেতে পথিমধ্যে সে মারা যায়। "কারুন" মুসা (আঃ)-এর যুগের সবচে বড় ধনকুবের ও অর্থপতি, কিন্তু খুবই কৃপন ছিল। ফেরআউন, হামান ইত্যাদির সাথে হবে এর অর্থ হলো, যারা বেনামাজী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাদের হাশর এধরনের বড় বড় কাফেরদের সাথে হবে। অথবা কেয়ামতের দিন বে-নামাজীর আযাব এই সমস্ত কাফেরদের সাথে একত্রে হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٦٨) عن عبدِ اللهِ بن شَقِيقٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ اللهُ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تركه كفر غَيْرَ الصَّلوة (رواه الترمذي، مشكوة ص٥٩)

(৩৬৮) অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাকীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ কোন আমল তরক করাকেই কুফরী বলে মনে করতেন না কিন্তু শুধু নামাযকে। (অর্থাৎ নামায তরক করাকে তাঁরা কুফরী বলে মনে করতেন।) (তিরমিযী, (মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৯) ব্যাখ্যাঃ আল্লামা ত্বীবী (রঃ) বলেনঃ নামায বর্জন করা সাহাবাদের কাছে মারাত্মক বড় গোনাহ ও কুফরীর নিকটবর্তী। তাই বেনামাযীরা একটু এই হাদীস হতে শিক্ষা গ্রহণ করুক নামাযীরাও।

(٣٦٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَمَّالِهِ أَنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلُوةُ مِنْ حَفَظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفَظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَعَهَا فَهُوَ لِمَا سَوَاهَا أَضْبَعُ (مالك مشكوة (٥٩)

(৩৬৯) অর্থঃ হযরত উর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রশাসকদের নিকট লিখলেনঃ আমার নিকট আপনাদের সমস্ত কার্যের মধ্যে নামাজই হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে তা হেফাজত করেছে এবং যথাযথভাবে রক্ষা করছে সে তার দ্বীনকে রক্ষা করেছে। আর যে একে বিনষ্ট করেছে সে নামায ব্যতীত অন্যান্য বিষয়কে আরো অধিক বিনষ্টকারী। (মালেক, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৯)

ব্যাখ্যাঃ যারা নামায বর্জন করবে তারাতো নামায ছাড়া অন্য কাজ তো আরও বেশী নষ্ট করবে। তাই ওমর (রাঃ) একথা লিখেছিলেন।

عَنْ صلى الله ع (٣٧٠) أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صـَ عليه وسلم من صَلَّى الْبَرْدَ بْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، امُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مشكوة (٦٢)

(৩৭০) অর্থঃ হযরত আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা সময়ের নামাজ পড়বে সে বেহেস্তে যাবে। (মুত্তাফিকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬২) ব্যাখ্যাঃ দুই ঠান্ডা সময় দ্বারা উদ্দেশ্য দুই রকম হতে পারে। যথা- (১) ফজর ও আসর। এ দু'ওয়াক্ত খাছ করার কারণ হল: যেহেতু ফজরের সময় মানুষের অলসতা

বেড়ে যায় প্রায় সকলেই নিদ্রামগ্ন থাকে এবং আসরের সময়েই মানুষের বাজার করা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে বের হতে হয় তাই যাতে মানুষ ঘুমে বা দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হওয়ায় এ নামাজদ্বয় ত্যাগ না করে তার জন্য এর সওয়াব বেশি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। (২) অথবা দুই ঠান্ডা সময় দ্বারা উদ্দেশ্য, ফজর ও ইশা হতে পারে। আর ফজরের ন্যায় ইশার সময়েও অধিকাংশ মানুষ বিছানায় আশ্রয় নেয় (বর্তমানে টিভির

(৩৭১সামনে থাকে) যার ফলে সহজেই নামায তরক হয়ে যায়। (ফাতহুল মারাম) (

عَنْ جُنْدَبِ الْقَدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

من صلى صلوة الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ

جَهَنَّمَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مشكوة (٦٢)

(৩৭১) অর্থঃ হযরত জুনদুব কসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ফজরের নামায পড়ল সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেল। সুতরাং (হে-আল্লাহর বান্দাগণ!) এমন যেন না হয় যে আল্লাহ পাক তাঁর দায়িত্বের বিষয় তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে যেন ধর-পাকড় করেন। আল্লাহ যখন আপন দায়িত্বের কোন বিষয় সম্পর্কে বাদী হবেন, তাকে তিনি ধরবেনই, অতপরঃ তিনি তাকে উপুড় করে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

(মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬২) ব্যাখ্যাঃ সকাল গাফিলতি ও ঘুমের সময়, ঐ সময় উঠে নামায পড়া সঠিক ঈমানের আলামত ও দলীল।

) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي (٣٧٢)

النداء والصف الأولِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَن تَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ اسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ

وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مشكوة (٦٢)

৩৭২) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি লোকেরা জানত আজান এবং প্রথম কাতারে কি ছওয়াব রয়েছে তবে লটারী দেয়া ব্যতীত কোন উপায় না পেলে তারা এর জন্য লটারীও দিত। আর যদি তারা জানত নামাযের জন্য সকাল সকাল যাওয়ার মধ্যে কি ছওয়াব তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। এবং যদি জানত ইশা ও ফজরের মধ্যে কি (সওয়াব) রয়েছে তাহলে তারা এর জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৬২) ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ যদি আজান ও প্রথম কাতারের ছওয়াব জানা হয়ে যায় তবে মানুষের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে। প্রত্যেকেই ইচ্ছা করবে আমিই আজান দিব, আমিই প্রথম কাতারে প্রবেশ করব। এমনিভাবে ফজর, ইশার ফযীলত জানলে বাচ্চাদের হামাগুড়ি দিয়ে চলার মত মসজিদে আসত।

(٣٨٣) عن أبى أمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

اذن الله لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيَذَرُ

على رأسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلوتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي القُرْآنَ رَوَاهُ أَحْمَدُ، والترمذي، مشكوة ص١٨-١١٧)

(৩৭৩) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহপাক বান্দার দুই রাকাত নামায পড়ার সময় যে পরিমাণ কান লাগিয়ে শুনেন সেই পরিমাণ আর কিছুকেই কান লাগিয়ে শুনেন না। বান্দা যতক্ষণ নামাযে থাকে ততক্ষণ তার উপর নেকী এবং রহমত ছিটানো হয়। আর বান্দা তাঁর মুখ নিঃসৃত বিষয় অর্থাৎ কুরআনের দ্বারা যে রকম তাঁর নৈকট্য অর্জন

করতে সক্ষম হয় তদ্রুপ অন্য কিছুর মাধ্যমে পারে না। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১১৭-১৮) ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর কান লাগিয়ে শুনার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রহমতের সাথে লক্ষ্য করা। অর্থাৎ নামায হলো সবচে' উত্তম আমল। তাই অন্যান্য ইবাদাতে লিপ্ত হওয়ার তুলনায় বান্দা যখন নামাযে দন্ডায়মান হয় তখন তার উপরে আল্লাহর সাহায্য অঝোর ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। আর কুরআনের দ্বারাই আল্লাহর সবচে বেশি নৈকট্য অর্জন হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٣٧٤) عَنْ سَلْمَانَ رَض قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَدَا إِلَى صَلوةِ الصُّبْحِ غَدَا بَرَايَةِ الْإِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا

برابة ابليس - رواهُ ابْنُ مَاجَة، مشكوة ص ٦٣

(৩৭৪) অর্থঃ হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামায (পড়ার) দিকে রওনা হয় সে (যেন) ঈমানের ঝান্ডা নিয়েই রওনা

হয়। আর যে ভোরে বাজারের দিকে রওনা হয় সে (নামায পড়া ব্যতীতই)যেন শয়তানের ঝাণ্ডা নিয়েই বের হয়। ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬৩)

ব্যাখ্যাঃ উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, (১) ফজরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হওয়া হলো মুমিনেরই আলামত। এবং (২) ফজরের নামায পড়া ব্যতিরেকেই বাজারে যাওয়া-এটা শয়তানেরই কাজ ও সে যে শয়তানের গোলামী করছে তার স্পষ্ট পরিচায়ক। (ফাতহুল মারাম)

(٣٧٥) عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلوتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ

انْصَرَفَ عَنْهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبو دَاود، مشكوة ص (٩١)

(৩৭৫) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এদিক ওদিক না তাকিয়ে বান্দা যতক্ষণ নামাযে লিপ্ত

থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তার দিকে (রহমতের সাথে) দৃষ্টি দান করেন যখন সে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে তখন আল্লাহপাক আপন দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন

(আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯১)

বান্দা হতে। ব্যাখাঃ মহান রব্বুল আলামীনের শুভ ও দয়ার দৃষ্টি একজন লোকের চির সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহর দৃষ্টি হতে দূরে সরে যাওয়া তথা দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়া তার ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই নামাযে একাগ্রতা অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য।

রেফারেন্স: http://kitabbhubon.com

সালাত ছেড়ে দেয়ার পরিণাম

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন নামায প্রসংগে বললেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে উহা কিয়ামতের দিন তার জন্যে জ্যোতি হবে। আর যে উহার হিফাযত করবে না তার জন্যে উহা জ্যোতি হবে না। কিয়ামতের দিন সে কারুন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সহিত হাশর হবে (মিশকাত)।

হযরত বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে, তা হলো নামায। সুতরাং যে নামায ত্যাগ করবে সে কাফির হয়ে যাবে (তিরমিযী)।

হযরত উবাদা (রাঃ) বলেন, আমার মাহবুব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সাতটি উপদেশ দিয়েছেন। যার মধ্যে চারটি হলো: (১) আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেয়া হয় বা শূলে চড়ানো হয়, (২) ইচছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করবে না। যে জেনে বুঝে নামায ত্যাগ করে সে ধর্ম হতে বের হয়ে যায়। (৩) আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করবে না। কারণ

এতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং (৪) শরাব পান করবে না, কারণ উহ্য সমস্ত পাপের উৎস (ইবনে মাযাহ)।

ফরয সালাত অস্বীকার বা অবজ্ঞা করার শাস্তি

কোন মুসলমান ফরয নামাযকে অস্বীকার করলে কিংবা নামাযের কোন রুকন যথাঃ কিয়াম করা, রুকু করা, সিজদা করা ইত্যাদিকে অস্বীকার করলে অথবা নামাযের স্বীকৃত কোন শর্ত যেমনঃ পবিত্রতা, ওয়াক্ত ইত্যাদি অস্বীকার করলে সে মুসলমান থাকে না। ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে, উক্ত ব্যক্তি কাফির এবং মুরতাদ হয়ে যায়। এহেন ব্যক্তিকে প্রথমে তাওবা করার জন্য আহবান করা হবে। সে যদি তাওবা করে তাহলে তো ভাল, অন্যথায় মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগী) হওয়ার অপরাধে তাকে হত্যা করা হবে। কোন ব্যক্তি যদি নামাযকে উপহাস কিংবা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে সে ব্যক্তিও মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে।

তবে কোন ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, সে নামাযকে কিংবা নামাযের কোন রুকনকে অস্বীকার করেনা বটে, কিন্তু অলসতার দরুন সে নামায আদায় করে না এবং এর জন্যে সে অনুতপ্ত হয় কিংবা এটা অপরাধমুলক কাজ বলে স্বীকার করে তাহলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে। কিন্তু তাকে হত্যা করা হবে না। কারণ সে মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে না (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে কাজের হিসাব নেয়া হবে

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুসলমান বান্দার যে আমলটির হিসাব নেয়া হবে সেটি হচেছ ফরয নামায। অতএব, সে যদি তা ঠিকমত আদায় করে থাকে তাহলে তো ভাল কথা। অন্যথায় ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, দেখতো তার কোন নফল নামায আছে কিনা? যদি তার আমলনামায় নফল নামায থাকে তাহলে এ নফল দ্বারা তার

ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেয়া হবে। তারপর সকল ফরয ইবাদতের বেলায় এরুপই হিসাব করা হবে (ইবনে মাযাহ)।

সালাত মুমিনের মিরাজ

বিশ্বনবী (সাঃ) এর মি'রাজ গমনের পূর্বে পূর্ণ পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল না। পূর্ণ পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয় নবুয়্যাতের দ্বাদশ বর্ষে অর্থাৎ হিজরতের এক বৎসর পূর্বে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের জন্যে যান তখন পূর্ণ পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়।

বিশ্বনবী (সাঃ) এর মি'রাজ লাত হয়েছিল আসমানে অর্থাৎ উর্ধ্বলোকে, আর, মু'মিনের মি'রাজ লাভ হয় জমিনে। মু'মিন বান্দা যখন পাক পবিত্র হয়ে নামাযের জন্যে মুসাল্লায় (নামাযের বিছানায়) উপস্থিত হয় তখন স্বয়ং আল্লাহ পাক তার সম্মুখে হাজির হন।

এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, কেননা সে আল্লাহর সাথে কথোপকথনে আছে, যে যাবৎ না সে আপন মুসাল্লায় থাকে। (অর্থাৎ নামায আদায় কালে বান্দা আর আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা বা আড়াল থাকে না। বান্দা সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথন করতে থাকে। তাই বলা হয়েছেঃ নামায মু'মিনদের মি'রাজ।

যাদের সালাত কবুল হয় না

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না (অর্থাৎ কবুল হয় না): (১) পলাতক দাস যে যাবত না সে ফিরে আসে, (২) যে নারী রাত্রি যাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট এবং (৩) যে ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়েছে অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করে না (তিরমিযী)।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় নাঃ (১) যে ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়েছে অথচ তারা তাকে পছন্দ করে না, (২) যে নামায পড়তে আসে দেবারে (অর্থাৎ নামাযের উত্তম সময় চলে যাবার পর এবং (৩) যে কোন স্বাধীন নারী বা পুরুষকে দাস দাসীতে পরিণত করে (আবূ দাউদ ও ইবনে মাযাহ)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার উপর অর্ধ হাতও উঠানো হয় নাঃ (১) যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে অথচ তারা তার উপর (সংগত কারণে) অসন্তুষ্ট, (২) যে ত্রীলোক রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপর (সংগত কারণে) অসন্তষ্ট এবং (৩) সে দুই ভাই-যারা পরস্পরে বিচিছন্ন (ইবনে মাযাহ)।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত তিনটি হাদীসে মোট ৬ শ্রেণী লোকের নামাযের প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তাদের নামায আল্লাহ পাকের নিকট কবুল হয় না। অর্থাৎ তারা তাদের নামাযের পূরো সওয়াব পায় না। উপরোক্ত কাজগুলো মারাত্বক অপরাধ তা বুঝানোর জন্যেই হাদীসে নামায কবুল হয় না বলা হয়েছে। এর অর্থ হচেছ, এ নামাযের পুরো সওয়াব পাবে না।

সন্তান-সন্ততিদের নামাযের আদেশ দান

হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের জন্যে আদেশ করবে, যখন তারা সাত বৎসর বয়সে পৌঁছে। আর এর জন্যে প্রহার করবে যখন তাদের বয়স দশ বৎসরে উপনীত হয় এবং তাদের ঘুমাবার স্থান পৃথক করে দিবে (মিশকাত)। সন্তানদেরকে পূর্ব হতেই নামাযের জন্যে অভ্যন্ত করে তোলার জন্যে এরুপ বলা হয়েছে যাতে বালেগ হলে তাদের নামায কাযা না হয়।

রেফারেন্স :ধারাবাহিক পূর্ণাংগ নামায শিক্ষা

কোরআন ও হাদিসের আলোকে সালাতের বিধান ও গুরুত্ব

ফজর-মাগরীব

আল্লাহ সুব, তাআলা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

"আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।'

যোহর-আসর

আল্লাহ সুব, তাআলা বলেন,

حفِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَوَةِ الْوُسْطَى

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের

এশা

আল্লাহ সুব, তাআলা বলেন,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا

"সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়।'' আল্লাহ সুব. তাআলা আরো বলেন,

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ "

সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর সন্ধ্যায় (মাগরিব ও এশার সালাত দ্বারা) ও প্রভাতে (ফজর সালাত দ্বারা) এবং অপরাহ্নে (আসরের সালাতের

দ্বারা) ও যোহরের (যোহরের সালাত দ্বারা) সময়। আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই।''?

সূরা রূমের উক্ত আয়াতে একই সাথে ৫ ওয়াক্ত সালাতের সময় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম যে সালাত একথা সর্বজন স্বীকৃত বিষয়।

হাদীসে সালাত

ক. রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

ইসলাম পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল-এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ-এর হজ্ব করা।"

খ. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নাজদের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমাতে আসলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কী বলছিল তা বুঝা যাচ্ছিলো না। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অতি নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ " لَا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُ فَقَالَ " لَا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ "

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত'সে বলল, এ ছাড়া আমার কোন কিছু (সালাত) আছে কি? তিনি বললেন, না তবে নফল আদায় করতে

পার। +10

সূরা রুম-১৭-১৮

* তাফসীরে রুহুল মাআনী-৮/২৯, মাআরিফুল কুরআন-৬ খণ্ড, ২১ পারা, পৃষ্ঠা-৪০

"সহীহ বুখারী, ০৮; সহীহ মুসলিম, ১৬

* সহীহ মুসলিম, ৪

* সূরা হুদ, ১১৪

* সূরা আল-বাকারাহ ২৩৮

• বনী ইসরাঈল,৭৮

রেফারেন্স:ফিকহুস সালাত

সালাতের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় উপকারিতা, ফলাফল ও ফযীলত

প্রিয় পাঠক! দুনিয়া ও আখিরাতে পরকালে সালাতের অনেক উপকারিতা রয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপে কতিপয় উল্লেখ করা হলো:

১। সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

২। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎ সালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে সালাতের হিফাযত করল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।" (ইতোপূর্বে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)

৩। সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب) (العلق: ١٩)

"আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।" [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ

কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়।

অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো'আ কর।"

(সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ)

প্রিয় পাঠক! দেখুন সালাতই হচ্ছে আপনার ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। অতএব, জ্য

আপনি যদি চান তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে (সালাতের মাধ্যমে) বেশি-বেশি সাজদাহ ও রুকুর মাধ্যমে এ সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে বেশি-বেশি দো'আ করার ওসীয়ত করেছেন।

৪। সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাক্ষারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাক্কারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।" (সহীহ মুসলিম)

প্রিয় পাঠক! উক্ত হাদীসের শেষ অংশের দিকে লক্ষ্য করুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে" কেননা কবীরা গুনাহ খাঁটি ও আন্তরিক তাওবা ব্যতীত মাফ হবে না।

৫। সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি?

তিনি বলেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, "পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা"। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ

বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ) [الرعد: (٢٨)

"জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।" [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِى) [طه: ١٤)

"আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।"

[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ- শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।" (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।" (সুনান নাসাঈ)

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمَى) [طه: ١٢٤]

"যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন

অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাবো যে, তারা

আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রনায় ভুগে।

৭। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা'আলা বলেন,ক

واسْتَعِينوا بالصبر والصلوة) [البقرة: ٤٥]

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।"[সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।" (মুসনাদে আহমদ) সাবেত রহ, বলেন, "নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।" (তাফসীর ইবন কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوء) [النمل: ٦٢]

"নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে- আপদে চিনবে।" (মুসনাদ আহমদ)

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮। সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ)প

[المؤمنون: ١، ٢]

"অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।" [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، فَصَلَّى) [الاعلا: ١٤ [١٥

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে,এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায়

করে।" [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫]

আয়াতে উল্লিখিত "ফালাহ" শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

৯। সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ

তা'আলা বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

والْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) [طه: ١٣٢]

"এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২] ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।"

১০। সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা:

সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ائل مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلوٰةَ إِنَّ الصَّلوٰةَ تَنْهَى

عَنِ الْفَحْشَاء والمنكر) [العنكبوت ٤٥]

"তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" [সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত: ৪৫]

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরই

ওসীয়ত করেন এবং বলেন, "যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরের হয় তখন তাদেরকে সালাতের আদেশ কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে সালাতের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও"। (সুনান আবু দাউদ)

১১। সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা- হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الخيرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

) [المعارج: ١٩، ٢٣]

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।" [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

১২। সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

من صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ

তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।" (সহীহ মুসলিম)

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطهرينَ) [التوبة: ١٠٨]

"আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।

রেফারেন্স : সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত (শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম আল-ফালেহ)

সালাতের সময়

ক. নিষিদ্ধ সময়

খ. মাকরুহ সময়

গ. সালাতের মূল সময়

ঘ. সালাতের মুস্তাহাব সময়

ক. সালাতের নিষিদ্ধ সময়

নিষিদ্ধ ওয়াক্ত:

১.সূর্যদয়ের সময়

২.সর্য যখন ঠিক মাথার উপর এ থাকে

৩.সূর্য যখন অস্ত যায়। এই তিন সময়ে সালাত পড়া নিষেধ হওয়ার বিষয়ে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত হয়েছে। উকবা বিন আমের জুহানী রাযি. বলেন,

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ

مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ

وَحِينَ تَضيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ "

তিনটি সময়ে রাসুল সা. আমাদেরকে সালাত পড়তে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়; যতোক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে নিয়ে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। যখন সূর্য অস্ত যায়।*14

বি.দ্র-

* যেহেতু সূর্যের উদয় ও অস্ত সব সময় একই সময়ে হয় না, সেহেতু ঘড়ির সময় অনুপাতে তা বর্ণনা করা এই পরিসরে কঠিন। তাই, এর জন্য স্থায়ী ক্যালেন্ডারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

* সূর্যোদয়ের সময়; যতক্ষণ না তার হলুদ রঙ ভালোভাবে চলে যায়, আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্য আনুমানিক ১৫-২০ মিনিট সময় প্রয়োজন হয়।

* সহীহ মুসলিম ১৩৭৩

খ. (নফল) সালাতের মাকরূহ সময় একনজরে নিম্নোক্ত সময়ে সালাত পড়া মাকরুহ

১.(ফজরের সুন্নাত ছাড়া) সুবহে সাদিক থেকে ফজরের ফরয পর্যন্ত।

২. মাগরিবের আযান থেকে মাগরিবের ফরম সালাত পর্যন্ত।

৩.ইদের সালাতের আগে ও পরে ইদগাহতে পড়া

৪.ফজরের ফরয থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

৫.জুমা-ঈদে খুতবা চলাকালীন থেকে ফরয সালাত পর্যন্ত

৬.আসরের ফরযের পর থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত।

৭.ইকামাতের সময়।

৮.আরাফা এবং মুযদালিফায় উভয় ফরয সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে

৯.ক্ষুধা এবং খানার প্রতি তীব্র চাহিদা নিয়ে

১০.পস্রাব-পায়খানা ও বায়ুর চাপ নিয়ে..

১১.সালাত থেকে বিমুগ্ধকারী এবং খুশু খুজুতে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী বস্তুর উপস্থিতিতে।

বিস্তারিত..

সুবহে সাদিকের পর ফজরের ফরয সালাতের আগে দুই রাকাআত- সুন্নাত ছাড়া অন্য নফল সালাত পড়া মাকরুহ। চাই তা ঘরে পড়া হোক কিংবা মসজিদে। অতএব ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাহিয়্যাতুল অজু বা দুখুলুল মসজিদ পড়া অনুচচিত।

(অজু করার পর অজুর অঙ্গগুলো শুকানোর পূর্বেই দুই রাকাত নামাজ পড়া মোস্তাহাব। ইসলামী পরিভাষায় এই সালাতকে তাহিয়্যাতুল অজু বলে।)

তবে ফযরের সুন্নতের সাথে তাহিয়্যাতুল অজু ও দুখুলুল মসজিদ সালাতের নিয়ত করে নিলে তার সওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহা এবং জামাতের সময় হওয়া পর্যন্ত বাকি সময় তাসবীহ-তাহলীল, দরুদ শরীফ ইত্যাদি পড়া।

হযরত হাফসা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেন,

" إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين وفي رواية إلا ركعتي الفجر

রাসূল সাঃ ফজর উদিত হবার পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন সালাত পড়তেন না।

ইমাম তিরমিয়ী রাহি, বলেন,

وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر

إلا ركعتي الفجر.

"আহলুল ইলম একমত যে, কোনো ফজরের সময় হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়ে ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত ছাড়া অতিরিক্ত নফল পড়াকে মাকরুহ মনে করেন।

ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নফল সালাত পড়া মাকরুহ।

আসরের সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন সালাত পড়া মাকরুহ। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, আমি রাসুল ﷺকে বলতে শুনেছি

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حَتَّى تغيب

الشمس ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সালাত নেই। আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সালাত নেই।***

বি.দ্র. পূর্বের প্রত্যেকটি মাকরুহ সময়ে (ফজর টু ফজরের সালাত এবং ফজরের সালাত টু সুর্যোদয় এবং আসর টি মাগরিব) কাযা সালাত, জানাযার সালাত এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করা মাকরুহ নয়।

সরীয় মুসলিম ১০৩১, পরিয় বুখারি ১০১৪

❖ কেউ যদি ওই দিনের আসরের সালাত সঠিক সময়ে পড়তে না পারে তাহলে- সূর্যাস্তের আগে হলেও তা পড়ে নিতে হবে। কাযা করা যাবে না। কারণ

রাসুল ইরশাদ করেন-

من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر

"যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকাআত পেল সে আসরে সালাত পেলা

□ মাগরিবের সালাতের আযানের পর থেকে মাগরিবের সালাত পড়া পূর্বে নফল সালাত পড়া মাকরুহ।

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন,

بين أذانين صلاة إلا المغرب

"প্রতিটি দুই আযান (আযান ও ইকামাত) এর মাঝে (নফল) সালাত আছে মাগরিব সালাত ছাড়া।

প্রত্যেক সালাতের আযান ও ইকামতে মাঝামাঝি সময়ে দুই রাকাআত সালাত পড়া নফল। আবশ্যক নয়। শুধু মাগরিব সালাতের ক্ষেত্রে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অর্থাৎ মাগরীবের আযান দিলে ফরজের আগে অন্য কোন সালাত নেই। হযরত তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ কে প্রশ্ন করা হল, মাগরিবের (ফরজের আগে ও আজানের পর) আগে কোন সালাত আছে কি? তিনি বললেন,

ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، "

আমি নবীজী সাঃ এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত কাউকে এসময় সালাত পড়তে দেখিনি।

উল্লেখ্য, এটি হচ্ছে ফিকহে হানাফী অনুযায়ী সালাতের হুকুম। তবে অন্যান্য ফিকহী মাযহাবে এ সময়ে সালাতের সুযোগ রয়েছে।

ইমাম যখন জুমআ-ঈদের খুতবার জন্য বের হন, তখন থেকে ফরয সালাত থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত নফল সালাত পড়া মাকরুহ।

ক. হযরত নুবাইশ্য হুজালী রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন যে,

أن المسلم إذا المحتمل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يُؤْذِي أَحَدًا فإن لم يجد الإمام خرج صلي ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع

والصنت على يقضى الإمام جمعته وكلامة إن لم يُغْفِرْ لَهُ فِي جُمْعَتِهِ تِلْكَ

"যখন কোন মুসলমান জুমআর দিন গোসল করে অতঃপর মসজিদে আসে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে ইমাম সাহেব খুৎবার জন্য বের না হয়ে থাকলে যতটুকু সম্ভব সালাত পড়ে। আর ইমাম সাহেব বের হয়ে গিয়ে থাকলে বসে পড়ে এবং ইমাম সাহেব খুৎবা ও জুমআ শেষ না করা পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনে এবং চুপ থাকে; তাহলে, যদি এ জুমআয় তার সকল গুনাহ মাফ নাও হয় তবে পূর্ববর্তী জুমআ পর্যন্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।

খ. হযরত উরওয়াহ রা. বলেন,

إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة "

ইমাম মিম্বারে বসলে কেউ কোন সালাত পড়বে না।

ইকামাতের সময়। সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেলে ফরম ছাড়া অন্য সালাত পড়া জায়েয নয়। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

"যখন সালাত শুরু হয়, তখন ফরয সালাত ছাড়া আর কোন সালাত পড়া জায়েজ

মুসনাদে আহমাদ: ২০৭ ইবনে আবী শাইবা ৫১

বি.দ্র. তবে ফজরের সুন্নতের অত্যধিক গুরুত্বের কারণে ইকামাতের পরও মসজিদের কোনো কোণে তা আদায় করতে বলা হয়েছে, যদি দ্বিতীয় রাকাআত পাওয়া যাওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকে।

বহু সংখ্যক সাহাবী-তাবেয়ী এমন ছিলেন, যারা কখনো যদি মসজিদে এসে দেখতেন যে, ফজরের ইকামাত বা জামাত শুরু হয়ে গেছে, তাহলে মসজিদের ভেতরে জামাতের কাতার থেকে দূরে বারান্দায় বা মসজিদের এক প্রান্তে কিংবা খুঁটির আড়ালে ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাত পড়ে নিতেন। তারপর জামাতে শরীক হতেন। আর কিছুসংখ্যক সাহাবী-তাবেয়ী মসজিদের ভেতরে তা পড়তেন না। তবে মসজিদের বাইরে ঘরে বা পথে অথবা মসজিদের দরজায় পড়তেন। তারপর ইমামের সাথে শরীক হতেন।

ক. আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, কুফার গভর্নর) সায়ীদ ইবনে আস তাঁকে এবং হুযায়ফা ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে ফজরের সালাতের আগে ডাকলেন। তাঁরা (কাজ শেষে। তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

من إلى أسطوانة . الله !! ثم خرجوا . من عنده وقد أقيمت الصلاة، فجلس عبد المسجد فصلى الركعتين، ثم دخل في الصلاة

"ইতিমধ্যে মসজিদে ফজরের সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেছে। ইবনে মাসউদ রা, মসজিদের একটি খুঁটির আড়ালে ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নাত) পড়লেন। তারপর জামাতে শরীক হলেন।"

খ. আবু মিজলায় থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ফজরের জামাত চলা অবস্থায় ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা.-এর সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করলাম। ইবনে উমর রা, জামাতের কাতারে প্রবেশ করলেন। আর ইবনে আব্বাস রা. ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নাত) পড়লেন। তারপর জামাতে শরীক হলেন।-প্রাগুক্ত

উল্লেখ্য-কতিপয় সাহাবী-তাবেয়ী

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেলে ফরয ছাড়া অন্য সালাত পড়া জায়েয নয়)- এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইকামাত বা জামাত চলা অবস্থায় ফজরের সুন্নাত পড়তেন না। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবু হুরায়রা রা., আবু মূসা আশয়ারী রা., মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর রাহি, তাঁরা

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة-

এই হাদীসের বিধানকে সকল সালাত এমনকি ফজরের সুন্নতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য মনে করতেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবী-তাবেয়ী ফজরের সুন্নাত অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়ায় এই বিধান থেকে একে ভিন্ন মনে করতেন। হাদীসটিকে তাঁরা ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করতেন। ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাগিদ এবং আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনার পর্যালোচনা থেকেও এটাই প্রতীয়মান হয়। কোনো কোনো সাহাবী নবীজীর সামনে ফজরের ইকামাত চলাকালে মসজিদে সুন্নাত পড়েছেন। এ ক্ষেত্রে নবীজী তাঁদেরকে সরাসরি নিষেধ করেননি বা এ কথা বলেননি যে,

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إل المكتوبة

ফরযের ইকামাত শুরু হলে অন্য সালাত পড়া নিষেধ) বরং তিনি বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। যদি ইকামাত চলা অবস্থায় ফজরের সুন্নাত পড়া সর্বাবস্থায় নাজায়েয হত, তাহলে তিনি স্পষ্ট নিষেধ করতেন বা বলতেন যে, ফরযের ইকামাত শুরু হলে অন্য সালাত পড়া নিষেধ।

বি.দ্র- সময় যদি এত কম হয় যে সুন্নাত পড়তে গেলে ফরয সালাত শেষ হয়ে যাবে, তাহলে সুন্নাত পড়া মাকরুহ।

عند ضيق الوقت خوفاً من تفويت الفرض أو تأخيره.

রেফারেন্স:ফিকহুস সালাত

নামাযের ফরযসমূহ (আহকাম ও আরকান)

নামাযের মধ্যে মোট ১৪টি ফরয রয়েছে যার কোন একটি ফরয ভুলক্রমে বা ইচছাকৃত ভাবে বাদ পড়লে নামায আদায় হবে না। এদের মধ্যে ৭টি নামায আরম্ভ করার পূর্বে নামাযের প্রস্তুতি হিসেবে সম্পাদন করতে হয়। এগুলোকে বলা হয় নামাযের আহকাম বা শর্ত। অপর ৭টি নামায আরম্ভ করার পর হতে নামাযের মধ্যেই সম্পাদন করতে হয়। এগুলোকে বলা হয় নামাযের আরকান(রোকন) বা ভিত্তি।

নামাযের আহকামসমূহ (শর্তাবলী):

১। হদস ও নাজাস হতে শরীর পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ গোসলের আবশ্যক হলে গোসল করা, অন্যথায় ওযু করা এবং শরীরের কোথাও নাজাস (নাপাক) জনিস থাকলে তা পরিস্কার করা।

২। কাপড় পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ মুসাল্লী যে কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করবে সে কাপড় পবিত্র হওয়া।

৩। নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ যে স্থানে বা কাপড়ে বা মুসাল্লায় নামায আদায় করবে তা পবিত্র হওয়া।

৪। শরীর ঢাকা অর্থাৎ পুরুষের নাভি হতে হাটু পর্যন্ত এবং নারীর মুখমন্ডল, হাতের কজি ও পায়ের পাতা ব্যতীত সর্বশরীর ঢাকা। ৫। কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করা।

৬। নিয়্যাত করা। অর্থাৎ মনে মনে সংকল্প করা যে, আমি অমুক ওয়াক্তের অত রাকআত অমুক (ফরয বা সুন্নাত) নামায আদায় করছি। ইমামের পিছনে ইকতিদার নিয়্যাত পৃথকভাবে করতে হয়। ইহ্য পৃথক একটি ফরয। ৭। ওয়াক্ত মত নামায আদায় করা। অর্থাৎ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায তার নির্ধারিত সময়সূচির মধ্যে আদায় করা।

নামাযের আরকানসমূহঃ

১। তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায আরম্ভকরা অর্থাৎ নামায প্রারম্ভকালে আল্লাহ আকবার বলা।

২। কিয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। দাড়াবার শক্তি ও সামর্থ্য থাকাবস্থায় বসে ফরয নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে না ।চাই পুরুষ হউক বা নারী হউক।

৩। কিরাআত পড়া অর্থাৎ কুরআনের কোন অংশ তিলাওয়াত করা। শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করলেও নামায আদায় হয়ে যাবে কিন্তু এর সহিত কুরআনের আরো কিছু অংশ মিলায়ে পড়া ওয়াজিব। বড় আয়াত হলে কমপক্ষে একটি, আর ছোট আয়াত হলে কমপক্ষে তিন আয়াত পাঠ করবে।

৪। রুকু করা অর্থাৎ আল্লাহর নিকট বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাটুর উপর ভর করে অর্ধ-নমিত হওয়া।

৫। সিজদা করা। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট চরম বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে দুই হাটু, দুই হাত, পা, নাক এবং কপাল জমিনে লাগিয়ে দেয়া। দ্বিতীয় সিজদাও প্রথম সিজদার ন্যায় ফরয।

৬। নামাযের শেষ বৈঠক। অর্থাৎ তাহিয়্যাতু (আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করা যায় এ পরিমাণ সময় বসা।

৭। কোন কার্য দ্বারা নামায হতে বের হওয়া। কিন্তু সালাম দ্বারা নামায শেষ করা ওয়াজিব, যদিও অন্য কার্য করলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে।

নামাযের কোন একটি ফরয কাজ ছুটে গেলে:

নামাযের কোন একটি ফরয কাজ (আহকাম বা আরকান) ছুটে গেলে নামায আদায় হবে না। দ্বিতীয়বার নামায আদায় করতে হবে। যেমন: নামাযে তাকবীর তাহরীমা না বলা, রুকু না করা, সিজদা না দেয়া ইত্যাদি

ইচছাকৃতভাবে কোন ফরয বাদ দিলে নামাযতো হবেই না, বরং ভুলক্রমে বাদ পড়লেও নামায আদায় হবে না।

সালাতের ওয়াজিব এবং সংশ্লিষ্ট আহকাম

নামাযের মধ্যে কতক কার্য্য রয়েছে ওয়াজিব। ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব বাদ পড়লে সাহু সিজদা দিলেই নামায বিশুদ্ধ হয়ে যায়। সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব।সাহু সিজদা না দিলে নামায আদায় হয়ে যাবে বটে তবে ইচছাকৃতভাবে সাহু সিজদা না করার কারণে গুনাহগার হবে। আর যদি ইচছাকৃতভাবে নামাযের কোন

ওয়াজিব আদায় করা না হয় তাহলে গুনাহগার হবে এবং ওয়াক্ত থাকলে নামাযকে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে। নামাযের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরুপ:

১। সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব (হানাফী মাযহাব মতে)। অর্থাৎ ফরয নামাযের প্রথম দু' রাকআতে এবং বিতির, সুন্নাত ও নফল নামাযের সকল রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব, অন্যান্য ইমামগণের মতে উহা ফরয।

২। ফরয নামাযের শুধু প্রথম দু' রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা কুরআনের কোন অংশ পাঠ করা। বিতির, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অপর একটি সূরা বা কুরআনের কোন অংশ পাঠ করা।

৩। সূরা ফাতিহা অন্য সূরার আগে পড়া।

৪। তারতীবের সাথে নামায আদায় করা। অর্থাৎ কিরাআত, রুকু, সিজদার মধ্যে পূর্বেরটি পূর্বে এবং পরেরটি পরে আদায় করা।

৫। তা'দীলে আরকান করা। অর্থাৎ রুকু, সিজদা ধীরস্থিরভাবে করা রুকু ও সিজদার মধ্যে এতটুকু বিলম্ব করা যাতে কমপক্ষে একবার সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম অথবা সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পাঠ করা যায়। ইমাম আহমাদ(রহঃ) এর মতে ইহা ফরয।
৬। কিয়াম করা (দাঁড়ানো)। অর্থাৎ রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। কওমার পরিমাপ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, দাঁড়ানো অবস্থায় হাত ছেড়ে দিলে হাত হাঁটু পর্যন্ত যদি না পৌঁছে তাহলে উহা কিয়াম হিসাবে পরিগণিত হবে। বিনা ওযরে এক পায়ের উপরে ভর করে দাঁড়ানো মাকরুহ (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

৭। জলসা করা। অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা (যাতে কমপক্ষে একবার তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পাঠ করা যায়)।

৮। তিন ও চার রাকআতী নামাযে প্রথম দুই রাকআতের পর তাশাহহুদ পাঠ করা যায় এ পরিমাণ সময় বসা।

৯। উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা।

১০। সালাম দ্বারা নামায শেষ করা।

১১। বিতরের নামাযে দু' আ কুনূত পাঠ করা।

১২। ঈদের নামাযসমূহে অতিরিক্ত ৬টি তাকবীর বলা।

১৩। মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামাযে কিরাআত উচচস্বরে পাঠ করা।

১৪। যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত চুপে চুপে পাঠ করা।নামাযের কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে করণীয়

নামাযের কোন একটি ওয়াজিব কাজ ভুলক্রমে ছুটে গেলে নামায নষ্ট হবে না। এ ভুল মোচনের জন্যে শরীয়াতে সিজদায়ে সাহু বা ভুলের সিজদার ব্যবস্থা রয়েছে সিজদায়ে সাহু দিলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। সিজদায়ে সাহু যদি দেয়া

না হয় তাহলে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব হবে যদি নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকে। আর যদি নামাযের ওয়াক্ত বাকী না থাকে তাহলে নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে; তবে এ ভুলের জন্যে সওয়াব কম হবে। ইচছাকৃতভাবে নামাযের কোন ওয়াজিব বাদ দিলে গুনাহগার হবে। সিজদায়ে সাহুর নিয়মাবলী পরে আলোচনা করা হবে।

সালাতের সুন্নাতসমূহ

> তাকবীর তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো। > উভয় হাতের আংগুলিসমূহ স্বাভাবিকভাবে জ্বিবলামুখী করে রাখা (ফতোয়ায়েশামী)। > তাকবীর তাহরীমা বলার সময় মস্তক নত না করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

>> ইমামের জন্য তাকবীর তাহরীমাসহ সমস্ত তাকবীর উচচস্বরে, বলা (ফতোয়ায়ে শামী)।

> তাকবীর তাহরীমা বলার পর পুরুষের জন্য নাভীর নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা আর মহিলাদের জন্যে বুকের উপর রাখা (ফতোয়ায়ে শামী)।

> ছানা অর্থাৎ সুবহানাকা পাঠ করা (ফতোয়ায়ে শামী)। ১

> তাউযু অর্থাৎ আউযুবিল্লাহি মিনাশাইত্বো-নির রাজীম পাঠ করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

>> তাসমীয়া অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম পাঠ করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

> তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

> সূরা ফাতিহা পাঠ করে আস্তে আমীন বলা (ফতোয়ায়ে শামী)। > রুকু ও সিজদায় তিন/পাঁচ সাতবার অর্থাৎ বিজোড় তাসবীহ পাঠ করা।

>> রুকু করার সময় মাথা ও পিঠ একই বরাবর রাখা এবং উভয় হাতের অংগুলি দিয়ে হাঁটুকে চেপে ধরা।

> রুকু থেকে উঠার সময় ইমাম সামিআল্লা-হুলিমান হামিদাহ এবং মুকতাদিগণ রাব্বানা লাকাল হামদ বলা (ফতোয়ায়ে শামী)।

> সিজদায় প্রথমে নাক এবং পরে কপাল রাখা। সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল এবং পরে নাক উঠানো।

> বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা এমনভাবে খাড়া রাখা যাতে অংগুলিসমূহ কিবলামুখী থাকে (ফতোয়ায়ে শামী)।

> শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার পর দরুদ শরীফ পাঠ করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

> দরুদ শরীফ পাঠ করার পর দু'আ মাসূরা বা অন্য যে কোন দু'আ পাঠ করা। > প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো (ফতোয়ায়ে শামী)।

সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ

যে সমস্ত কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায় এবং পুনরায় নামায আদায় করতে হয় সেগুলো হচেছ নিম্নরুপঃ

>> ইচছায় কিংবা অনিচছায় নামাযের মধ্যে কথা বলা (বাহরুর রাইক)।

১ নামাযের মধ্যে কাউকে সালাম দেয়া কিংবা সালামের জবাব দেয়া (বাহরুর রাইক)।

> জানাযার নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযে অট্টহাসি দেয়া। এতে নামাযও নষ্ট ।হবে এবং ওযুও নষ্ট হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)

> কেউ হাঁচি দিলে হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা (বাহরুর রাইক)।

➤ নামাযের মধ্যে কোন সুসংবাদ শুনে আলহামদুলিল্লাহ বলা।

১ নামাযের মধ্যে কোন দুঃসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউনবলা (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

> কোন কারণে উচচস্বরে ক্রন্দন করা। তবে নামাযের মধ্যে কিরাআত পড়ার সময় কোন আয়াতের অর্থ অনুধাবন করে আল্লাহর ভয়ে কিংবা জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে নীরবে কাদঁলে নামায নষ্ট হবে না (বাহরুর রাইক)। > নামাযের মধ্যে দেখে দেখে কুরআন কিংবা অন্য কোন বই পুস্তক পাঠ করা(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও বাহরুর রাইক)।

> তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায় এ পরিমাণ সময় সতরের এক চতুর্থাংশ খুলে রাখা।

> আমলে কাসীর করা। অর্থাৎ এমন কোন কাজ করা যে কাজ করতে দেখলে লোকেরা নামাযী বলে মনে করে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

> নামাযের মধ্যে কোন কিছু খাওয়া বা পান করা (বাহরুর রায়িক)। > নামাযের মধ্যে হাটাহাটি করা(ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

> কিবলার দিক থেকে সীনা ফিরায়ে নেয়া। তবে মুখমন্ডল ঘুরালে কিংবা চোখ ঘুরালে নামায নষ্ট হবে না, কিন্তু নামায মাকরুহ হবে।

>> নামাযের মধ্যে শিশু সন্তান দুধ পান করলে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

>> নাপাক জায়গায় সিজদা করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

> জামাআতে ইমামের আগে দাঁড়ানো (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

> স্ত্রী নামাযে থাকা অবস্থায় স্বামী তাকে চুম্বন করলে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

সালাত মাকরহ হওয়ার কারণ সমূহ

নামাযের মধ্যে যে সব কাজ করা মাকরুহ অর্থাৎ দোষনীয় কিন্তু নামায নষ্ট নয় না সেগুলো নিম্নরুপঃ

> এমন জামা কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা যা পরিধান করে মানুষ লোকসমাজে সাধারণত যায় না (ফতোয়ায়ে শামী)।

>> শরীরে চাঁদর উভয় কাঁধে লটকিয়ে ছেড়ে দেয়া (ফতোয়ায়ে শামী)।

>> মাফলারের উভয় দিক ছেড়ে দেয়া (ফতোয়ায়ে শামী)।

>> জামা বা শার্টের হাতায় হাত না ঢুকিয়ে কাঁধের উপর ফেলে রাখা (ফতোয়ায়েশামী)।

>> পেশাব পায়খানার প্রবল বেগ নিয়ে নামায পড়া (মারাকিউল ফালাহ)।

> খাবারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রচন্ড ক্ষুধা নিয়ে নামায আদায় করা।

>> বিনা কারণে চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করা। তবে একাগ্রতার জন্য চোখ বন্ধ করলে নামায মাকরুহ হবে না।

> নামাযে পঠিত সূরার আয়াত হাতে গণনা করা, তবে প্রয়োজনে নফল নামাযে তা জায়িয রয়েছে।

> পুরুষদের জন্যে সিজদায় দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে দেয়া এবং উরুর সাথে পেট মিলিয়ে সিজদা করা।

> সিজদা করার সময় কাপড় তুলে ধরে রাখা।

>> কিয়াম, রুকু বা সিজদা অবস্থায় পায়ের অংগুলি কিবলামুখী না রাখা।

> নামাযে এক পায়ে দাঁড়ানো।

> নামাযরত অবস্থায় থুথু ফেলা।

> নামাযে এদিক ওদিক বক্র চোখে তাকানো। সিনা ঘুরায়ে তাকালেতো নামাযই হবে না (ফতোয়ায়ে শামী)।

১ নামাযরত অবস্থায় সিজদার জায়গায় ফুঁক দিয়ে ধুলা বালি সরানো। তবে সিজদার জায়গায় পাথর বা অন্য কোন কিছুর কণা থাকলে তা হাত দিয়ে প্রয়োজনে দু' বার সরালে তাতে কোন দোষ নেই (ফতোয়ায়ে শামী)।

> নামায আদায়ে অসুবিধা সৃষ্টি করে না এমন অবস্থায় নামাযের মাঝখানেই কপালের বা হাতের মাটি বা ধুলি পরিস্কার করা।

> মুখে এমন কোন কিছু রেখে নামায আদায় করা যার কারণে শুদ্ধভাবে কিরাআত পড়া যায় না (ফতোয়ায়ে শামী)।

>> এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা যে ব্যক্তি তার দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে (ফতোয়ায়ে শামী)।

> জামা থাকা সত্ত্বেও খালি গায়ে নামায আদায় করা।

> জামার হাতা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে রাখা।

> ময়লা কাপড় পড়ে নামায পড়া।

> বিনা প্রয়োজনে নামাযে দু' এক কদম হাঁটা।

১> রুকুতে হাঁটুর উপর হাত না রাখা।অনুরুপভাবে সিজদায় মাটির উপর হাত না রাখা মাকরুহ। তবে ওযরবশত মাকরুহ হবে না।

> বিনা ওযরে মাথা উচু নীচু করা।

> বিনা প্রয়োজনে হাত দিয়ে মশা মাছি তাড়ানো।

১ নামাযরত অবস্থায় হাতের বা পায়ের আংগুল মটকানো (ফতোয়ায়ে শামী)।

>> এক হাতের আংগুল অন্য হাতের আংগুলের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া।

> সিজদায় কুকুরের ন্যায় দু' পা খাড়া করে বসা (ফতোয়ায়ে শামী)। >> সিজদার সময় বিনা কারণে হাত মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।

>> ইচছা করে নামাযে কাশি ও হাঁচি দেয়া এবং হাই তোলা (ফতোয়ায়ে শামী)।

> জামাআতে একাকী পিছনের কাতারে দাড়িয়ে নামায আদায় করা।

> কোন জীব জন্তুর ছবিযুক্ত কাপড় পড়ে নামায আদায় করা (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)।

> ছবি লটকানো ঘরে নামায আদায় করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

> দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম রাকআত অপেক্ষা কিরাআত লম্বা করা (মারাকিউল ফালাহ)।

>> ইমাম মসজিদের মিহরাবের ভিতর দাঁড়ানো। তবে ইমামের পা মসজিদের ভিতরে থাকলে তাতে নামায মাকরুহ হবে না (ফতোয়ায়ে শামী)।

> ইমামের একাকী উচু স্থানে দাঁড়ানো। তবে এক বিঘত পরিমাণ উঁচুতে দাঁড়ালে কোন দোষ নেই। কিংবা উঁচ স্থানে ইমামের সাথে কয়েকজন দাঁড়ালে নামায মাকরুহ হবে না (ফতোয়ায়ে শামী)।

> নামাযরত অবস্থায় বিনা কারণে নড়াচড়া করা

> কোন নামাযে বিশেষ কোন সূরা নির্দিষ্ট করে সব সময় পাঠ করা।

> মসজিদের ভিতরের কোন স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং সেখানেই নামায পড়া।

> কুরআন শরীফের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে কিরাআত পড়া।

> আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকানো।

> টুপি থাকা সত্ত্বেও খোলা মাথায় নামায পড়া। আয যার্থীরা গ্রন্থে আছে অবহেলাবশত অথব্য গুরুত্বহীন মনে করে টুপি না পরা মাকরুহ (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

> জামাআতে সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনে একাকী দাঁড়ানো। যদি সামনের কাতারে দাঁড়ানোর মত স্থান না থাকে তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে একা দাঁড়ানো মাকরুহ হবে না।

> কবরকে সামনে রেখে নামায পড়া মাকরুহ। তবে সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবন্ধ করার পর মুসাল্লীর দৃষ্টির আভা যে পরিমাণ সম্মুখে বিস্তৃত হয় সে পরিমাণ স্থানের বাইরে কবর থাকলে মাকরুহ হবে না। কবরকে পিছনে রেখে নামায পড়া মাকরুহ নয়।

> নামাযে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে নামায পড়া মাকরুহ।

> ফরয নামাযের একই রাকআতে একই আয়াতকে ইচছাকৃতভাবে বারবার পড়া মাকরুহ।

>> ইমামের জন্য জুমুআর নামাযে সিজদার আয়াত পাঠ করা মাকরুহ। অনুরুপ ভাবে যে নামাযে কিরাআত চুপে চুপে পড়া হয় ঐ নামাযেও সিজদার আয়াত পাঠ করা মাকরুহ।

> বিনা ওযরে সিজদায় যাবার সময় হাঁটুর আগে হাত মাটিতে রাখা, অনুরুপভাবে হাতের আগে হাঁটু উঠানো।

> ইমামের আগে রুকু সিজদায় যাওয়া এবং ইমামের আগেই রুকু সিজদা থেকে মাথা উঠানো মাকরুহ।

> শিশু সন্তানকে রাখার ও সান্তনা দেয়ার মত লোক থাকা সত্ত্বেও বাচচা কোলে নিয়ে নামায পড়া মাকরুহ। যদি কেউ না থাকে তবে মাকরুহ হবে না।

রেফারেন্স: ধারাবাহিক পূর্ণাংগ নামায শিক্ষা

সালাতের শারীরিক উপকারিতা

সামাজিক উপকারিতা ও আত্মিক উন্নয়নের পাশাপাশি নামায থেকে আমরা বিভিন্ন শারীরিক উপকারিতা লাভ করি।নামাযের সময় যখন রুকুতে যাই শরীরের উপরি অংশে তখন অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। মেরুদণ্ড হয়ে যায় নমনীয়। এর বিভিন্ন নার্ভ শক্তিশালী হয়। পীঠের ব্যথা দূর হয়। দূর হয় পেট ফাপা জাতীয় সমস্যাগুলো। এরপর যখন উঠে দাঁড়াই তখন শরীরের উপরের অংশটুকুতে যেটুকু রক্ত পরিবাহিত হয়েছে সেই প্রবাহ তখন স্বাভাবিক হয়। শরীর তখন সতেজ হয়।

যখন আমরা সিজদা দেই তখন আমাদের কপাল মাটিতে লাগে- এটা হলো সালাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অংশ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেকদিন মানুষের শরীর তার চারপাশের বিভিন্ন ইলেকট্র স্ট্যাটিক চার্জের সংস্পর্শে আসে। এই চার্জ তারপর মানুষের নার্ভ সিস্টেমে গিয়ে পৌঁছায়। আর সেখানেই জমা হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত ইলেকট্র স্ট্যাটিক চার্জ শরীর থেকে বের করে দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে আপনি মাথা ব্যথায়

ভুগবেন, পিঠে ব্যাথা হবে। মাংস পেশীতে টান পড়বে। প্রেসার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে আমরা ট্রাঙ্কক্যুইলাজার ব্যবহার আর বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ সেবন করি। অতিরিক্ত ইলেকট্রচার্য আমাদের শরীর থেকে বের করে দিতে হয়।

যেমন ধরুন, এমন কোনো যন্ত্র যেখানে প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। সেখানে সাধারণত তিন পিনের প্লাগ ব্যবহার করতে দেখা যায়। তৃতীয় পিন বা তৃতীয় তারটা মাটিতে সংযোগ দিয়ে আর্থিং করা হয়। একইভাবে আমরা যখন সিজদায় যাই, আমাদের কপাল মাটিতে ঠেকাই, তখন শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্রেন আর ব্রেনের শ্রেষ্ঠঅংশ Frontal log' মাটিতে ঠেকানো হয়। এসময় Jrainte অতিরিক্ত ইলেকট্র স্টাটিক চার্জ মাটিতে চলে যায়। তার মানে এই নয় সময় আপনার কপালের নিচে হাত রাখলে আপনি শক্ খাবেন।সিজদার সময় আমরা Frontal log মাটিতে ঠেকাই। ব্রেনের যে অংশটা চিন্তা করে সে অংশটি মাথার উপরে থাকে না, সেটা থাকে Frontal log এ। সে জন্যই আমরা সালাতের মধ্যে সিজদা করি। যখন আমরা সিজদ্দায় যাই, তখন আমাদের মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। যখন সিজদা করি তখন আমাদের মুখের চামড়া ও ঘাড়ে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে আমাদের মুখমণ্ডলে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যায়। এটা শীতকালে আমাদের জন্য খুবই উপকারী।

সিজদার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন অসুখ থেকে বাঁচতে পারি। যেমন- ফাইব্রোসাইটিস ও চিলব্রেন। যখন সিজদা করি তখন প্যারাবাইকাল সাইনোসাইটিসের ড্রেনেজ তৈরী হয়। এতে সাইনোসাইটিস-এর ঝুঁকি কমে যায়। যেটা হলো সাইনাসের প্রদাহ। আর ম্যাগজিলারি সাইনাস-এর ড্রেনেজ থাকে শরীরের ওপরের অংশে। আমরা সারাদিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বলে এর চলাচল থেমে থাকে। সেজন্য যখন আমরা সিজদায় যাই (ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে একটা পাত্র উল্টে দিলাম) তখন ম্যাগজিলারিজ সাইনাসের ড্রেনেজটা সচল হয়। এছাড়াও এতে করে আমাদের শরীরের ফ্রন্টাল সাইনাসের; এখানাডিয়াস সাইনাস এবং স্পেনোডিয়াস সাইনাসের ড্রেনেজ তৈরী হয়। তাই সাইনোসাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। অথবা সাইনোসাইটিস যদি থেকেও

থাকে তবে এটা তার প্রাকৃতিক চিকিৎসা। অর্থাৎ সিজদা সাইনোসাইটিসে আক্রান্ত রোগীর জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসা। যেসব মানুষ ব্রংকাইটিস রোগে ভুগে থাকেন তাদের ব্রংকিলট্রি দিয়ে রক্ত নিঃসৃত হতে পারে। সিজদার কারণে ব্রংকিলট্রিতে রস জমা হয়ে থাকতে পারে না। এতে বিভিন্ন পালমনারি রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে যেখানে আমাদের শরীরের রস জমা হয়। আমাদের শরীরে রস ছাড়াও ধুলাবালি আর রোগ জীবাণু জমা হতে পারে। সিজদার মাধ্যমে এসব অসুখের উপকার পাওয়া যায়। আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই তখন আমাদের ফুসফুসের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে থাকি। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশে ফুসফুসের বাতাস থেকে যায়। মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ তাজা বাতাস ফুসফুসে ঢোকে আর বের হয়ে যায়। বাকি এক-তৃতীয়াংশে চলে রেসিভিয়াল এয়ার। আমরা যখন সিজদা করি তখন আমাদের তল পেট চাপ দেয় আমাদের ডায়ফোমে। আর এ ডায়াফ্রাম চাপ দেয় আমাদের ফুসফুসের নিচের অংশে। আর এতে ফুসফুসের সেই রেসিডিয়াল এয়ার বের হয়ে যায়। তাহলে এই দুষিত বায়ু বের হয়ে গেলে আরো তাজা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। এভাবে আমাদের ফুসফুস স্বাস্থ্যবান হয়। যখন সিজদা করি তখন যেহেতু অভিকর্ষবল কমে যায়, ফলে তলপেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। তলপেটের ভেতরের বিভিন্ন ধমনীতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়।

সিজদা এবং রুকুর মাধ্যমে হারনিয়া, ফিমোরাল ইত্যাদি অসুখের নিরাময় হয়ে থাকে। এছাড়াও সিজদায় অনেক রোগের নিরাময় হয়। এর মধ্যে একটি অসুখ হলো হেনোরয়েড যেটাকে সাধারণ মানুষ বলে পাইলস। আবার সিজদার মাধ্যমে জরায়ুর স্থান চ্যুতিকে রোধ করা যায়। যখন সিজদাহ করি তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে হাটুর ওপরে। আমাদের পা থাকে নমনীয়। এছাড়া আমাদের পায়ের সোলিয়াস ও গ্যাসটোলডিম মাসল থাকে, যাকে পেরিকেরাল হার্ট বলা হয় কারণ এ মাসলগুলোতে অনেকগুলো ধমনী আছে। আর এ ধমনীগুলো দিয়ে শরীরের নিচের অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে শরীরের নিচের অংশ রিলাক্স হয়। যখন সিজদায় যাই আমাদের হাটু তখন মাটি স্পর্শ করে। হাত এবং কপালও মাটি স্পর্শ করে। এই পদ্ধতিতে কার্ভাইকাল

স্পাইনের বিভিন্ন অসুখের নিরাময় হয়। কারণ এই সিজদার মাধ্যমে ইন্টার ডায়োটিব্রাল জয়েন্টের উপকার হয়। সিজদার মাধ্যমে বিভিন্ন হৃদরোগের উপকার পাওয়া যায়। যখন আমরা সিজদা থেকে উঠি, হাটু গেড়ে বসি, শরীরের ওপরের অংশে যে রক্ত চলে গিয়েছিল সেটা স্বাভাবিক হয়। আর শরীরও রিলাক্স হয়। তখন আমাদের উরু আর পিঠের ধামনীর মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে পিঠের মাংস পেশী রিলাক্স হয়। সিজদার মাধ্যমে আমরা কোষ্টকাঠিন্য আর বদহজম রোগের উপকার পেয়ে থকি। অর্থাৎ যারা প্যাপটিক আলসারে বা পাকস্থলীর অন্য কোনো রোগে ভুগছেন তারাও বসা থেকে উঠে দাঁড়ানোর এ নিয়মের কারণে উপকৃত হবেন। যখন আমরা সিজদা থেকে উঠে দাঁড়াই তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে পায়ের ওপরে। এভাবে আমাদের পিঠের মাসল, হাটুর মাসল, উরুর মাসল আর পায়ের মাসল শক্ত হয়। যখন আমরা সালাত আদায় করি তখন আমরা শারীরিকভাবে উপকৃত হই। তবে মুসলিমরা কেবল শারীরিক উপকারিতার জন্য সালাত আদায় করে না। এটা হলো বাড়তি উপকার। আমরা সালাত আদায় করি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা অর্জনের জন্য। তাকে ধন্যবাদ জানাতে। আমরা সালাত আদায় করি নির্দেশনার জন্য ন্যায়। নিষ্ঠার পথে Programmed হওয়ার জন্য।

সালাতের এমন উপকার তাদেরকে আকৃষ্ট করবে যাদের বিশ্বাস কম বা যারা অমুসলিম। কিন্তু মুসলিমদের প্রধান কাজ হলো আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা। কারণ এটাই আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলার নির্দেশ। এটাই আমাদের বিশেষত্ব। কিছু মুসলিম আছে যারা বলবে, কিছু কিছু নামাযি আছেন যারা নামায পড়ে আবার লোক ঠকায়। তারা সৎ নয়। ন্যায়পরায়ণ নয়। তাহলে আপনি কিভাবে বললেন সালাত ন্যায়পরায়নতার Programming? আমরা আনি কিছু মুসলিম প্রত্যেকদিন ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ে। তারপরও তারা ন্যায়নিষ্ঠ নন। এই প্রশ্নের উত্তরটার জন্য সূরা মু'মিনুনের ১ ও ২ নং আয়াতই যথেষ্ট। যেখানে বলা হয়েছে-

قد أفلح الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صلاتهم خَشِعُونَ .

অর্থ: অবশ্যই মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্রে।

আরবি শব্দ খাশিউন- এটা এসেছে 'খুশু' থেকে, যার অর্থ নম্রতা ও মনোযোগ দেয়া। সেজন্য আল্লাহ বলেছেন, যারা সালাত আদায় করে মনোযোগের সাথে ও নম্রভাবে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। তারাই সালাতের উপকারগুলো পাবে। কিন্তু যারা বাইরে থেকে সালাত আদায় করে কোনো নম্রতা ও মনোযোগ ছাড়া, তারা সালাতের উপকারগুলো কখনোই পাবে না। তাহলে এই মুসলিমরা যারা সালাত আদায় করে কিন্তু এ থেকে কোনো উপকার পায় না, তারা ন্যায়পরায়ণ নয়। এর কারণ তারা সালাত আদায় করে বাইরে থেকে। কোনো রকম নম্রতা এবং মনোযোগ ছাড়া। আর যাদি কেউ মনোযোগী হতে চায় তাহলে সে নামাযে যা পাঠ করছে তার অর্থ জানতে হবে। যেমন ধরুন নামাযের সময় ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পরে পড়লেন সূরা ইখলাস। আর বললেন- বল, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। সব মুসলিমই যারা মসজিদে এসে সালাত আদায় করে তারা সবাই মানবে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কেউ এ কথা বলবে না, আল্লাহ এক নয়। আল্লাহ এখানে ইমাম সাহেবকে নির্দেশনা দিচ্ছেন; ইমাম এখানে যা করছেন তিনি মুসলিমদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন। আর বলছেন বল, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। এই কথাটা তাদের কাছে বল যারা একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করে না।

অনেক মুসলিমই নামায পড়েন এবং যখনই তারা নামায শেষ করেন, তারা নামাযের সময় যেসব কথা বলেছিলেন সেসব কথার প্রভাবের ওপর থাকেন না। আর এটার প্রধান কারণ হলো তারা এ কথাগুলো বুঝতে পারেননি। আপনি যদি বুঝতেই না পারেন তবে প্রয়োগ করবেন কীভাবে?

রেফারেন্স : Dr. Zakir Naik's Bangla SALAT (SALAH)

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111572398/